যুগান্তর

বেসরকারি মেডিকেলে শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে

এমবিবিএস সম্পন্ন করতে ব্যয় হবে ২২ লাখ ৮০ হাজার টাকা

প্রকাশ : ২১ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি পর্যায়ে এমবিবিএস ও বিডিএস শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে। ১৫ মার্চ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখার উপসচিব বদরুন নাহার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়।

সেখানে বলা হয়, এমবিবিএস ও বিডিএস প্রথম বর্ষে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের আসন্ন (২০১৮-২০১৯) শিক্ষাবর্ষ থেকে মোট ২২ লাখ ৮০ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। বিগত বছর ভর্তি ফি, ইন্টার্নশিপ ও টিউশন ফিসহ ব্যয় নির্ধারিত ছিল ১৯ লাখ ৯০ হাজার টাকা।

আদেশে বলা হয়, ১ মার্চ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফি ১৬ লাখ ২০ হাজার টাকা, ইন্টার্ন ফি ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও টিউশন ফি ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ২২ লাখ ৮০ হাজার টাকা ধার্য করা হল। এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিবিধান অপরিবর্তিত থাকবে।

এছাড়া ১ মার্চে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শন ফি বৃদ্ধি করে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে ৭৫ হাজার ও ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শন ফি ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

উপসচিব বদরুননাহার স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পুনর্নির্ধারিত ফি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত) এবং বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা ২০০৯ এর ৪ দশমিক ১ অনুচ্ছেদের বর্ণিত ফি'র স্থলাভিষিক্ত হবে। আগে উভয় কলেজেই পরিদর্শন ফি ২৫ হাজার টাকা কম ছিল বলে একটি সূত্র জানায়।

২০১৪ সালের ২৬ অক্টোবর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ১ম বর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি ফি সরকার নির্ধারণ করে। এতে বলা হয়, ভর্তি ফি ১৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা। ইন্টার্ন ভাতা ১ লাখ ২০ হাজার। টিউশন ফি ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। সর্বমোট ১৯ লাখ ৯০ হাজার টাকা। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, ভর্তির সময় জমা করা ইন্টার্ন ভাতা ইন্টার্নশিপ চলাকালীন লভ্যাংশসহ ছাত্রছাত্রীদের ফেরত দিতে হবে।

২০১৭ সালের আগস্টে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ১ম বর্ষে ভর্তি ফিসহ মোট ১৯ লাখ ৯০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে সরকারের প্রজ্ঞাপন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। আদালতে রিট আবেদনটি করেন ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ইশরার বিনতে ইউনুছের বাবা সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মো. ইউনুছ আলী আকন্দ।

রিট আবেদনকারী আদালতকে অবহিত করেন, ১৯৯৭ সালের ৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজকে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দিয়ে কিছু শর্তারোপ করে। শর্তের ৬ ধারায় বলা হয়, ভর্তির সময় কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উন্নয়ন ফি হিসেবে কোনোক্রমেই ৫০ হাজার টাকার বেশি নেয়া যাবে না।

৭ ধারায় বলা হয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকার বেশি মাসিক বেতন নেয়া যাবে না। এছাড়াও বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন-২০১০ অনুসারে মেডিকেল ও ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তির নীতিমালা ও শর্তাদি নির্ধারণ করবে কাউন্সিল। কিন্তু ভর্তির টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার।

এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, মূলত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা ব্যয় বাড়ানো হল। তবে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. আবদুর রশিদ যুগান্তরকে বলেন, মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা নিশ্চিত করতে ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। তবে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালের তুলনায় এটা বেশি নয়।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।